১৩৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAY 4 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

স্কুলের নামে প্রতারণা

ঢাকার সোবহানবাগ মসজিদের কয়েক গজ দূরে আরিফ একাডেমী নামে একটি কোচিং সেন্টার ছিল। কোচিং সেন্টারটি বেশ কয়েক বৎসরের পুরাতন। চলতি বৎসর উহা প্লে গ্রুপ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল শাখা চালু করে। এবং এখানে যুগের অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া কম্পিউটার ও স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসকেও বাধ্যতামূলক করা হয়। বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় পরাজিত হইয়া হতভাগ্য অভিভাবকদের মতন আমিও আমার সন্তানকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আরিফ একাডেমীতে নগদ ৪৫০০ টাকা দিয়া ভর্তি করাই। এক সপ্তাহ ক্লাস হওয়ার পর নোটিস দেওয়া হইল, স্কুলটি ধানমন্ডি নয় নম্বরে ট্রান্সফার করা হইবে। অতএব ঈদের পরে স্কুলে যোগাযোগ করিতে হইবে। আমরা নির্ধারিত সময়ে যোগাযোগ করিয়া জানিতে পারি উক্ত প্রতিষ্ঠানটি চিরদিনের মত উঠিয়া গিয়াছে। আমরা প্রতারিত হইয়াছি। কিন্তু ভাবিয়া পাইতেছি না বৎসরের এই মাঝামাঝি সময়ে সন্তানদের নিয়া কোথায় যাইব? আবার যদি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাই, উহাও যে উঠিয়া যাইবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তাই শিক্ষা অধিদপ্তরের উচিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রেজিষ্টারকৃত কিনা, তাহা যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যদি রেজিষ্টারকৃত না হয়, তাহা হইলে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমরা যাহাতে এইরূপ প্রতারণার কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারি, সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কে, এম, জলিল (ডাবলু),
১২/ক/ডি/১ শ্যামলী,
রোড নম্বর-২, ঢাকা।